যায়যায়দিন

তারিখ ... 7 MAY 2010
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ১

জবির ছাত্র আন্দোলনের নেপথ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'অদ্ভুত আইন'!

এম মামুন হোসেন

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র আন্দোলনের নেপথ্যের কারণ 'অদ্ভুত' আইন। সংশ্লিষ্টরা মনে করেন, জগন্নাথ কলেজকে ২০০৫ সালের ২০ অক্টোবর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করে যে আইন পাস করা হয় তার কয়েকটি ধারা নিয়ে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ রয়েছে। এ কারণে ধারাগুলো বারবার সংশোধনের প্রস্তাব করা হলেও সরকার, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসি এ ব্যাপারে নীরব ভূমিকা পালন করছে। আইন পরিবর্তন প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত হওয়ায় এ প্রতিষ্ঠানটিতে সঙ্কট দিনদিন বাড়ছে।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, এ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের তিনটি ধারা সংশোধন করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ করেছে। এর মধ্যে আইনের ২৭(১) ধারায় বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক পরিচালনা ব্যয় (মূলধন ব্যয় ছাড়া) প্রতি বছর ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে আদায়যোগ্য বেতন ও ফিস থেকে নির্ধারিত হবে। এ ধারাটির ফলে প্রতি বছর শিক্ষার্থীদের সেমিস্টার ফি ও অন্য খরচ বেড়েছে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, ফলে ভবিষ্যতে বেতনের দিক থেকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে খুব একটা পার্থক্য থাকবে না। বর্তমানে অন্য খরচের তুলনায় ভর্তি ফি ও মাসিক বেতন গড়ে কয়েকগুণ বেড়েছে। এবার ২০০৭-০৮ সেশনে ভর্তি হতে একজন শিক্ষার্থীকে ১৫ হাজার টাকা দিতে হয়, যা দরিদ্র কিংবা মধ্যবিত্ত পরিবারের জন্য বহন করা কষ্টকর। তাই বিভিন্ন বেতনভাতা কমানোর দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকেই শিক্ষার্থীরা বহুবার আন্দোলন করেছে।

বিগত ২০ এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এক নোটিশের মাধ্যমে পূর্ব নির্ধারিত ১ হাজার ৯৩৫, টাকার ফি ৪১৫ টাকা বাড়িয়ে ২ হাজার ৩৫০ টাকা নির্ধারণ করে। পরিবহন খাতে ১০০, সাংস্কৃতিক খাতে ৭৫, খেলাধুলায় ২৫, ছাত্রসংসদ ফি ২৫, মেডিকেল ফি ৫০, বিএনসিসি খাতে ২৫, রোভার ২৫, রেঞ্জার ৫ টাকা এবং ডোনেশন ফি ১০০ টাকা বৃদ্ধি করে। এ নিয়ে আন্দোলন শুরু করে শিক্ষার্থীরা। লাগাতার আন্দোলনে

তিনটি ধারা সংশোধনের জন্য বারবার সরকারের কাছে প্রস্তাব করা হয়েছে

মঙ্গলবার বর্ধিত সেমিস্টার ফি পুরোপুরি প্রত্যাহারের ঘোষণা দেয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

আইনের ২৭(৪) ধারায় বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্প বাস্তবায়িত হওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের পৌনঃপুনিক ব্যয় জোগান সরকার থেকে প্রদেয় অর্থ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাবে এবং প্রতিষ্ঠার পঞ্চম বছর থেকে এ ব্যয়ের শতভাগ অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আয় ও উৎস হতে বহন করতে হবে। সংশ্লিষ্টরা মনে করেন, পাঁচ বছর মেয়াদ শেষ হলে বিশ্ববিদ্যালয়টি বড় ধরনের আর্থিক সঙ্কটে পড়বে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান বাজেটের ৮০ ভাগ অর্থই শিক্ষক এবং কর্মকর্তার বেতনভাতা দিতে চলে যায়। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়টি অসংখ্য সমস্যায় জর্জরিত। এর নিজস্ব কোনো ছাত্রাবাস নেই, পর্যাপ্ত শ্রেণীকক্ষ নেই, বিজ্ঞান অনুষদের বিভিন্ন বিভাগের জন্য নেই ল্যাব, যাতায়াতের জন্য নেই পর্যাপ্ত বাস। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, অন্য পাবলিক ইউনিভার্সিটি যদি সরকারের আনুকূল্য পায় তবে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের দোষ কোথায়। তাদের অভিযোগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়কে পাবলিক ইউনিভার্সিটির আদলে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি করার পাঁয়তারা চলছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের ধারা ৫৬/৩(ক) নিয়েও শিক্ষকদের মধ্যে টানাপড়েন চলছে। এ ধারায় বলা হয়, বিলুপ্ত কলেজের শিক্ষক ও কর্মকর্তারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কিংবা কর্মকর্তা হিসেবে আত্তীভূত হবেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুযায়ী বিলুপ্ত কলেজের শিক্ষকদের স্থায়ীকরণ না করে পাঁচ বছরের জন্য ডেপুটেশন দেয়া হয়। সম্প্রতি সাবেক জগন্নাথ কলেজের ১০৬ জন প্রভাষক, সহকারী অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও অধ্যাপক বিশ্ববিদ্যালয় আইনের এ ধারাটি চ্যালেঞ্জ করে রিট পিটিশন করেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ এ বিষয়ে সাংবাদিকদের বলেন, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে উচ্চশিক্ষায় এসব আইন প্রতিবন্ধক। আইনের কিছু ধারা পরিবর্তন করা না হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবেন। আইন পরিবর্তনের দাবি বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শিক্ষক-কর্মকর্তাদেরও প্রাণের দাবি। তিনি আইন পরিবর্তনের জন্য প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করেন।